দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 12 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কিশোরগঞ্জে প্রতি বছর লক্ষাধিক শিশু শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম খুবই মন্থরগতিতে চলিতেছে। সরকার ১৯৯৩ সন হইতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক হিসাবে ঘোষণা করিলেও জেলায় প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। চলতি শিক্ষা বর্ষেও লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাহিরে রহিয়াছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে চরম গাফিলতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষা বহির্ভূত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জে প্রতিবছর

(৩য় পৃঃ পর)

কারণে গ্রামে-গঞ্জে অভিভাবকদের নিজ সন্তানদের পাঠদান হইতে বিরত রাখা প্রভৃতিই সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে ব্যাহত করিতেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস-সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৩ থানায় ৮০৮টি সরকারী, ৪০৫টি রেজিষ্টার্ড ও ১২৫টি আনরেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। প্রাইমারী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপ হইতে জানা যায়, জেলায় ৬ হইতে ১০ বছরের বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৩২১ জন। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৯৭ জন শিশু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত বালিকার সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৪৮ জন। বাকী মোট ১ লক্ষ ৪২৪ জন শিশু এবছর বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে নাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম আওতার বহির্ভূত এসকল শিশুর মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ২০৬, পাকুন্দিয়ায় ৪ হাজার ৭৫৫, করিমগঞ্জে ১৫ হাজার ৭৫৮, বাজিতপুরে ৭ হাজার ৯০৩, কটিয়াদিতে ৫ হাজার ৮২৫, ভৈরবে ৮ হাজার ৮৪৪, কুলিয়ারচরে ৬ হাজার ৩৩৪, হোসেনপুরে ৪ হাজার ৭০, তাড়াইলে ৬ হাজার ৭০৫, অষ্টগ্রামে ৮ হাজার ৮০৭, ইটনায় ৯ হাজার ৪৪২, নিকলীতে ৭ হাজার ৭৩৯ ও মিঠামইনে ৫ হাজার জন শিশু রহিয়াছে। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী শিক্ষা হইতে বঞ্চিতদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। জানা যায়, শিশুদের পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকদের চেতনার অভাব, পারিবারিক সংকট, গ্রামে-গঞ্জে যোগাযোগের অব্যবস্থা, বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষক স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে না। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে চালু করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।